সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য

আলহাজ্জ মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক

[বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ওয়াজ ব্যবসায়ী মৌলানা দিলওয়ার হুসেন সাঈদী বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ করার প্রাক্কালে সস্তা বাহবা কুড়াবার জন্য এই কথা বলে বেড়াতো যে, সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব জামা'তে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত গোলাম আহমদ (আ.)-কে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন এবং তাতে মির্যা সাহেব নাকি পরাজয় বরণ করেছেন। বাংলাদেশের সরল সোজা ধর্মভীরু মানুষের নিকট এই ডাহা মিথ্যা এবং ভুল তথ্য প্রচার করে তিনি তাদেরকে বোকা বানাতে চেয়েছেন। ঐ ঘটনার প্রকৃত তথ্য জনসমক্ষে প্রচার করা আমরা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি। তাই নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য জনসাধারণের অবগতির জন্য পেশ করা হল]

আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব ১৮৯২ ইং সালে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১২ বৎসর বয়সে তার পিতার সঙ্গে তার নিজ এলাকা পাঞ্জাব প্রদেশের জেলা গুজরাটের অন্তর্গত নাগড়িয়ায় আগমন করেন। অমৃতসরের 'খায়রুদ্দীন' নামক জামে মসজিদ সংলগ্ন আরবী মাদ্রাসায় কিছুকাল শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২১-২২ ইং সনে খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত মসজিদের ইমাম থাকাকালীন তিনি বেশ জোরালো ও উদ্দীপক বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ধন-সম্পদ ও পরিজন ত্যাগ করে হিজরত করতে উদ্বুদ্ধ করেন যার ফলে সহস্র সহস্র মুসলমান কারাগারে বন্দী হন। সেই খেলাফত আন্দোলনকালে 'আহ্‌রার পার্টির' অধিনায়ক মওলানা মোহাম্মদ আলী জাওহার তাকে পরামর্শ দিলেন যে, 'তুমি ভাষার ওপর যে দক্ষতা অর্জন করেছ, এটা বিধাতার এক বিশেষ দান এবং তাঁর এক নেয়ামত, কিন্তু ইহা এক অতি বিপজ্জনক নেয়ামত, কারণ, এতদ্বারা নানা জিজ্ঞাসা ও তোমার কৈফিয়ত দানের বিষয়টিও বিরাট আকার ধারণ করেছে তুমি এটাকে তোমার হক্ পথে ব্যবহার করবে, দুই জাহানের সফলতা অর্জন করবে। কিন্তু এই দক্ষতাকে অন্যায় পথে ব্যবহার করা হলে খোদার হাজার বান্দাকে পথভ্রষ্ট করার জন্য এটা যথেষ্ট।' [হাবীবুর রহমান খাঁ কাবলী রচিত সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) চরিত']

উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতির আলোকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ ও মাহ্‌দী মাহূদ আলায়হেস সালাতো ওয়াস সালাম (১৮৩৫-১৯০৮ ইং) এর সঙ্গে সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেবের সাক্ষাৎ ও মুনাযেরা করার কোন প্রশ্নই উঠে না, কারণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব কেবলই এক কিশোর আর তখন ভারতবর্ষের উচ্চ শিক্ষিত ও খ্যাতিমান হাজার হাজার আলেম ফাযেল লোকের মান্যবর ধর্মীয় এক নেতার সঙ্গে, যিনি ইসলামী দর্শন, তফসীর কুরআন, ফিকাহ্, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ৮৮টি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার সাথে ওই বিষয়ের অকাট্য প্রমাণাদিসহ মুনাযেরা করাতো দূরের কথা, ভালরূপে কিতাব ধরা এবং পড়াও হয়তো তিনি তখন শিখেন নি। তা ছাড়া জনাব সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেবের ভক্ত ও শিষ্যগণের মধ্যে যারা জনাব শাহ্ সাহেবের জীবন চরিত লিখেছেন, তারা নিজেদের লেখায় কোথায়ও এইরূপ উল্লেখ করেন নি যে, শাহ্ সাহেব কোন দিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শাহ্ সাহেব হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর ওফাতের ১২ বৎসর পর অর্থাৎ ১৯২০ ইং

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ ও মাহ্‌দী মাহূদ আলায়হেস সালাতো ওয়াস সালাম (১৮৩৫-১৯০৮ ইং) এর সঙ্গে সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেবের সাক্ষাৎ ও মুনাযেরা করার কোন প্রশ্নই উঠে না, কারণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব কেবলই এক কিশোর আর তখন ভারতবর্ষের উচ্চ শিক্ষিত ও খ্যাতিমান হাজার হাজার আলেম ফাযেল লোকের মান্যবর ধর্মীয় এক নেতার সঙ্গে, যিনি ইসলামী দর্শন, তফসীর কুরআন, ফিকাহ্, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ৮৮টি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার সাথে ওই বিষয়ের অকাট্য প্রমাণাদিসহ মুনাযেরা করাতো দূরের কথা, ভালরূপে কিতাব ধরা এবং পড়াও হয়তো তিনি তখন শিখেন নি।

সালের পরে জনসম্মুখে উপস্থিত হয়ে আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশের মৌলানা দিলওয়ার হুসেন সাঈদীর বিনা সনদের এই উক্তি "হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর সাথে সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব মুনাযেরা করেছিলেন"–ইতিহাস সম্বন্ধে তার জ্ঞানের দৈন্যতা প্রকাশ করে জনসমক্ষে তার নিম-মোল্লা ভাবমূর্তি উন্মোচন করে দিয়েছে। সস্তা বাহ্বা কুড়ানোর অপচেষ্টার পরিণাম এই রকমই হয়ে থাকে।

সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব একজন সুবক্তা ছিলেন বটে, কিন্তু কুরআন হাদীসের আলোকে যুক্তি তর্কের ময়দানে কোন আহমদী আলেমের সঙ্গে কোন দিন তিনি মোনাযেরা করেন নি। আহরার পার্টির নেতাগণ, যাদের মধ্যে সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব হলেন প্রথম সারির নেতা পরিষ্কার ভাবে তিনি ঘোষণা করেছেন,

'কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে আমাদের কোন মোকাবেলা নেই। ধর্মীয় বিষয়ে উলামাগণ তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করেছেন। তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ কেবল রাজনৈতিক যুদ্ধ।' (সাপ্তাহিক আহলে হাদীস, ২৯ নভেম্বর, ১৯৩৫ এবং সাপ্তাহিক 'চাটান' এর সম্পাদক আগা আব্দুল করিম শোরশ কাশ্মীরী রচিত 'সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারী চরিত')

সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব অবশ্য একজন মঞ্চবীর ছিলেন; কিন্তু তার মধ্যে আদব-কায়দা, রূহানীয়ত এবং গাম্ভীর্যের বেশ অভাব। অনেক সময় তিনি নিজ বক্তৃতায় এমন আবোল-তাবোল বকতেন যা শুধু কেবল ঘৃণা বলে গণ্য হত না বরং স্বয়ং তার বিরুদ্ধেও যেত। এইরূপ বহু ঘটনা ঘটেছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটি এখানে উল্লেখ করা গেল :

১৫ মে ১৯৩৫ ইং সালের কথা; লাহোরে এক সভায় জনাব শাহ্ সাহেব জামা'তে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছেন. 'খুদানে বুখারীকো মির্যায়ীওকে উপার দাজ্জাল বানাকার বিঠা দিয়া হে'

অর্থাৎ খোদা বুখারীকে মির্যায়ীদের ওপর দাজ্জাল করে বসিয়েছেন। (লাহোর হতে প্রকাশিত 'এহ্‌সান ও দৈনিক আল ফযল, ২৩ মে ১৯৩০)

দাজ্জাল সম্বন্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদবধি জমীন ও আসমান সৃষ্টি হয়েছে তদাবধি দাজ্জাল অপেক্ষা বড় ফিৎনাবাজ জগতে আর হয়নি এবং ভবিষ্যতে কিয়ামতকাল পর্যন্তও হবে না, যার ফিৎনা ও অপকর্ম হতে সকল নবী আশ্রয় চেয়েছেন এবং নিজ নিজ উম্মতকে সতর্ক করেছেন এবং স্বয়ং নবী করীম (সা.) তাঁর নিকট হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চেয়েছেন এবং নিজ উম্মতকে তার ফিৎনা হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। এ অবস্থায় তার নিজেকে দাজ্জাল বলা জনাব শাহ্ সাহেবের চরম খামখেয়ালী ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক।

জনাব শাহ্ সাহেবে অন্য এক উপলক্ষে বলেছেন :

'এই অভিযানে শূকরও যদি আমার সাহায্য করে তাহলে আমি তাদের মুখ চুম্বন করব।'

[আগা আব্দুল করীম শোরশ কাশ্মীরী রচিত- সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারী চরিত, ২৯-৩০ পৃ:]

অভিযান যত বড়ই হোক না কেন, নির্লজ্জ, ঘৃণা ও আল্লাহ্‌র হারাম করা পশু শূকরের মুখ চুম্বন করা কোন ক্রমেই একজন মুসলমানের জন্য বৈধ হতে পারে না; কিন্তু শাহ্ সাহেব এই অবৈধ ঘৃণ্য কাজ করার জন্যও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। এর দ্বারা শাহ্ সাহেবের অবৈধ ও ঘৃণ্য কাজ করার প্রবণতা দৃষ্ট হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে ইরশাদ করেছেন : 'তুমি লক্ষ্য করনি যে কিরূপে আল্লাহ্ পবিত্র কথা পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় বলে উপমার বর্ণনা করেছেন যার শিকড় (যমীনে) সুদৃঢ় এবং এর শাখা প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত: তা সদা এর প্রভুর আদেশে ফলদান করে। এবং মন্দ কথা মন্দ বৃক্ষের ন্যায় বলে উপমার বর্ণনা করেছেন, যাকে

ভূপৃষ্ঠ হতে উৎপাটন করে ফেলে দেয়া হয়েছে, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। যারা ঈমান আনে, আল্লাহ্ তাদেরকে সুদৃঢ় কালাম দ্বারা ইহজীবনে ও পরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন' (ইবরাহীম : ২৫-২৮)।

ওপরে উল্লিখিত আয়াতগুলোর আলোকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, মু'মিনদের কথায় আল্লাহ্ তা'লা হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী শক্তিদান করেন এবং তা শ্রবণে মানুষ নিজের মধ্যে নেক পরিবর্তন আনয়ন করে। সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব অবশ্য সুবক্তা ছিলেন; কিন্তু যেরূপ ভাবে যাদুকর ও কৌতুকাভিনেতারা নিজ বিস্ময়কর যাদুমন্ত্র ও কৌতুক দ্বারা দর্শকমন্ডলীকে বিস্মিত ও অভিভূত করে ফেললেও তারা তাদের মধ্যে কোন নেক পরিবর্তন চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করতে পারে না; তদ্রুপই সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ সাহেবের অবস্থা ছিল। শ্রোতামন্ডলী তার বক্তৃতা শুনে অবশ্য অভিভুত হয়ে পড়ত; এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নয়। তারা তার কথা এক কান দিয়ে শুনত, অপর কান দিয়ে বের করে দিত, অন্তরে তাদের কিছুই প্রবেশ করত না এবং কখনও তারা তাকে কোন আমল দিত না। দুই একটি ঘটনা উল্লেখ করলে বিষয়টি আরো পরিস্কার হয়ে যাবে।

১৭ই নভেম্বর ১৯৩৫ ইং সালে আহরার পার্টির অধিনায়ক এবং আমীরে শরীয়ত সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব অমৃতসরস্থ খায়রুদ্দীন জামে মসজিদে বক্তৃতা দান করতে গিয়ে বলেন :

হে মুসলমানগণ! আমি তোমাদেরকে ছাড়ব না, মৃত্যুর পূর্বে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছাড়ব না; কারণ আমার মৃত্যুর পর আমার পুত্র তোমাদের নিকট হতে চাঁদা আদায় করবে। অবস্থা যখন এরূপ যে, আমি তোমাদেরকে না ইহকালে ছাড়ব না পরকালে, তখন তোমাদেরকে চাঁদা দিতে কোন আপত্তি করা উচিত নয়। (এই কথা বলে তিনি ডানে বামে তাকাতে আরম্ভ করলেন; কিন্তু কেউই তার ভিক্ষা পাত্রে এক কড়িও প্রদান করল না) এবার তিনি বলতে লাগলেন, 'তোমরা কিছু বল না কেন? তোমরা চুপ হয়ে গেলে কেন? নিজেদের থলি ঢিলা কর।' তখন লোক ধীরে ধীরে চম্পট দিতে আরম্ভ করল। (দৈনিক আলফযল, ২১ নভেম্বর, ১৯৩৬ইং)

১৯৩৫ইং সালের মার্চ মাসে তৎকালীন সরকার আহ্‌রার পার্টি ও এর অধিনায়ক সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেবের বিরুদ্ধে মুসলমান দুই দলের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে একটি মোকদ্দমা দায়ের করে। সেই মোকদ্দমার ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে জামা'তে আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেবকেও গুরুদাসপুর ডিস্ট্রিকট কোর্টে তিন দিন হাজির হতে হয়। তখন বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকগণ যাদের মধ্যে গয়ের আহমদী মুসলমান এবং অমুসলমানও ছিলেন, নিজ নিজ পত্রিকার যে বিবরণী প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি হতে দুই একটির উল্লেখ করা গেল :

একজন মুসলমান সাংবাদিক–'আহরার ইহা মনে করে বা অন্তত: অন্যের ওপর ইহা প্রকাশ করে যে, তারা আহমদীয়াতকে অদূর ভবিষ্যতে নির্মূল করে ফেলবে। তারা এই প্রকারের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মুসলমানদের নিকট হতে বহু টাকা আদায় করছে। কিছু দিন পূর্বে কাদিয়ানে আহরার কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হল, এতেও একই উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়েছিল যাতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করানো যেতে পারে যে, কাদিয়ানে আহরারদের একটি কনফারেন্স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আহমদীরা কাদিয়ান ছেড়ে পলায়ন করবে। এইরূপে সমস্ত ভারতবর্ষ হতে আহমদীয়াতের মূল উৎপাটন করে দেওয়া হবে। কিন্তু জনৈক বুযুর্গ ঠিকই বলেছেন : 'আমরা (জমীনে) অন্য কিছু ধারণা করি এবং স্বর্গে অন্য কিছু ফয়সালা হয়ে থাকে'।

আহরারদের সকল পরিকল্পনা বৃথা গেল। আহরার কনফারেন্সের সভাপতি, আমীরে শরীয়ত, শেরে খেলাফত, বীরে কংগ্রেস এবং আহরার কনফারেন্সের আহ্বায়ক মৌ: সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারীর বিরুদ্ধে সরকার দুই দলের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টি করার অভিযোগে মোকদ্দমা চালালো এবং মৌ: সাহেব অপরাধী সাব্যস্ত হলেন।

তিন দিন খলীফা সাহেবেরও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হল। এই তিনদিন গুরুদাসপুর আহমদীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, শহর, অফিস, আদালত, রাস্তাঘাট এবং বাজার ইত্যাদি যেদিকে নযর পড়ত আহমদী আর আহমদীদেরই দেখা যেত। আহমদীদের শৃংখলা, একতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের নমুনা দেখে লোক অভিভুত হয়ে পড়ল। খলীফা সাহেবের কোর্টের সাক্ষ্য দান, মহৎ চরিত্র, তাঁর নূরানী চেহারা এবং তাঁর প্রতি আহমদীদের পরম শ্রদ্ধা, ভক্তির, আন্তরিকতা ও আত্মনিবেদনের আদর্শ দেখে আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধবাদীগণ বিস্মিত হয়ে পড়ল। খলীফা সাহেব প্রতিদিন কোর্টে সাক্ষ্য দেওয়ার পর শেখ মোহাম্মদ নসীব সাহেবের বিশাল বাড়ির সম্মুখস্থ লেনে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দান করতেন। শেষ দিনের সভাটি অসাধারণ এবং আধ্যাত্মিক জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। সহস্র সহস্র আহমদী ছাড়াও বহু গয়ের আহমদী মুসলমান, হিন্দু ও শিখ সাহেবানও উপস্থিত ছিলেন।

আমরা সরেযমীনে উপস্থিত হয়ে এই সব দৃশ্য অবলোকন করলাম, আরও লক্ষ্য করলাম গ্রামে গঞ্জে লোক-মুখে আহমদীদের প্রশংসা-চর্চা। অনেক লোককে এই বলতে শুনেছি যে, আহরারীগণ অযথা আহমদীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অন্তরে ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে, অথচ তারা খাঁটি ইসলামী আচরণ রীতিনীতি, নামায ও কালাম পরস্পর মহব্বত ও ভ্রাতৃত্ববোধে অনুপ্রাণিত; অথচ অন্য মুসলমানগণ এই নেয়ামত হতে বঞ্চিত।

সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য বিষয়টি এই যে, সাক্ষ্য দানের সেই তিন দিনে প্রায় একশ জন লোক বয়আত করে আহমদীয়া জামাতে দাখিল হয়েছে। কয়েকজন আহমদী অমৃতসর রেল ষ্টেশনে সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ (বুখারী) সাহেবকেও সরাসরি বলল যে, 'আপনাদের চেষ্টার ফলে আমাদের পক্ষে উত্তম ফল প্রকাশ পাচ্ছে যার জন্য আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।' এর উত্তরে মৌলবী সাহেব বললেন, জামা'ত আহমদীয়ার সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। তবে মির্যা সাহেব জিহাদ সম্পর্কে যে শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা একে খুবই অপসন্দ করি। যদি খলীফা সাহেব এর সংশোধন করে দেন, তা হলে অন্যান্য বিষয় বাদ দেয়া যেতে পারে। ('দৈনিক আল ফযল, কাদিয়ান ৫ এপ্রিল ১৯৩৫)

লাহোর হতে প্রকাশিত 'ইহসান; ২৫ মার্চ ১৯৩৫ ইং এর সংখ্যা লিখেছে :

'কাদিয়ানের খলীফা সাহেব এক হাজার মুরীদকে স্পেশাল ট্রেনে নিয়ে

(গুরুদাসপুর) উপস্থিত হলেন। প্রায় চার হাজার মুরীদ আশপাশ হতে উপস্থিত হল। মির্যায়ী ক্যাম্পে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল।'

প্রকাশ থাকে যে মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব নাযের, দারুয যিয়াফত ৮০টি বড় পাতিল, কয়েক শ' বালতি, বাসন-পত্র ডিশ, গ্লাশ, পানির হাম্মম, ল্যাম্প, মাদুর, দস্তরখানা এবং শামিয়ানা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামাদি কাদিয়ান হতে গুরুদাসপুর নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে প্রায় দশ হাজার লোকের জন্য অতি সুস্বাদু খাবার রান্না করা হয়েছিল, এর প্রতিই "ইহ্‌সান" পত্রিকা ইঙ্গিত করেছে যে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। সেই সময় কাদিয়ান, বাটালা, অমৃতসর, লাহোর, মুলতান, শেখপুরা গুজরাট, ফিরুজপুর, গুজরানওয়ালা, কাশ্মীর এবং সীমান্ত প্রদেশ হতে আহমদী উকিল ব্যরিষ্টার এবং উচ্চ শ্রেণীর সামারিক ও সিভিল অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন, (তারিখে আহমদীয়াত, ৮ম খন্ড, ১৫৯ পৃঃ)।

রঙ্গীন পত্রিকার সম্পাদক সরদার অর্জুনসিং (যিনি তৎকালীন সুলেখকগণের মধ্যে অন্যতম লেখক ছিলেন) 'খলীফায়ে কাদিয়ান' নামক নিজ গ্রন্থে লিখেছেন :

এই কথা সকলেই জানেন যে, মৌলবী আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব দাবী করেন যে, তিনি ভারতবাসী অষ্ট কোটি মুসলমানদের প্রতিনিধি। পক্ষান্তরে কাদিয়ানের খলীফার অনুসারী প্রায় এক লক্ষ, যাদের মধ্যে কেবল প্রায় ৫৫ হাজার পাঞ্জাবে বসবাস করে। কিন্তু পাঠকবৃন্দ! এটা শুনে বিস্মিত হবেন যে, সেই তারিখগুলোতে যখন খলীফা সাহেব সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কোর্টে উপস্থিত হতেন তখন প্রায় দশ হাজার আহমদী তাঁর পার্শ্বে উপস্থিত থাকত। কিন্তু গয়ের আহমদী মুসলমান মৌলবী আতাউল্লাহ্ শাহ্ সাহেবের পার্শ্বে একশও উপস্থিত থাকত না। এ দ্বারা খলীফা সাহেব ও মৌলবী সাহেবের মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তির তুলনা করা যেতে পারে। এমন একটি জামা'ত যার সদস্যদের সংখ্যা পাঞ্জাবে কেবল ৫৫ হাজার, খলীফা সাহেবের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁর দর্শন লাভ করার জন্য দশ হাজার সংখ্যায় উপস্থিত হয়।

অপরপক্ষে এমন জামা'ত যাদের সংখ্যা কেবল গুরুদাসপুরেই দশ হাজারের অধিক, তাদের নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যে একশ' জনও উপস্থিত হয় না। অথচ প্রথমোক্ত নেতা কেবল সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছিল এবং অপর বুযুর্গের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চলতেছিল। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মৌলবী সাহেবের দাবী সত্যতার উপর নয়। পক্ষান্তরে খলীফা সাহেবের মুরীদগণ তাঁর জন্য সত্যিকার অন্তঃপ্রাণ।

এই দৃশ্য দেখে অন্তর অভিভুত হয়ে পড়েছিল। আমি স্বয়ং শেষ দিন উপস্থিত ছিলাম। এই খেয়াল আমাকে পুনঃপুনঃ ব্যাকুল করে তুলল যে, এই ব্যক্তি প্রথম জন্মে কি পুণ্যকর্ম করেছিলেন যার বিনিময়ে তিনি আজ বিস্ময়কর প্রকৃষ্ট স্থান অর্জন করেছেন, কেবল আমিই এই দৃশ্য দেখে অবাক ছিলাম না বরং গয়ের আহমদী মুসলমানগণও এই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছিল। আমি বাজারের লোকদেরকে এই কথা বলতে শুনেছি, কেউ জামা'তের শৃঙ্খলার প্রশংসা করছিল, কেউ বাহ্যিক শান ও শওকতের প্রশংসায় মুখর ছিল; কেউ মুরীদদের আত্মনিবেদন এবং শ্রদ্ধা-ভক্তির গুণ গাচ্ছিল।

কেউ বলছিল আহমদীগণ ইবাদত এবং ইসলামের শিক্ষার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করেছে....আমি অবাক ছিলাম যে, নিজেদের মত একটি মানুষের দর্শন লাভ করার জন্য এই যে সহস্র সহস্র মানুষ ব্যাকুল হয়ে ছুটাছুটি করছে, তারা কি ভ্রান্তিতে আছে, না জালিয়াতের শিকার হচ্ছে? যে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষিত, সমঝদার, বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ লোক বিদ্যমান।

আমি চিন্তা করি, মিথ্যা ও প্রতারণা কি এত দীর্ঘকাল ফল প্রদান করতে পারে? দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর (বর্তমানে একশ' বৎসরেরও অধিক–অনুবাদক) হতে চলেছে, যখন এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিজেকে দুনিয়ার সম্মুখে পেশ করেছেন। যদি তিনি একজন প্রতারকই হতেন তা হলে প্রতারকের কি এতটুকু ক্ষমতা থাকে যে, সে অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বিস্তৃত হতে থাকবে? এটা নিশ্চিত সত্য যে, ধোকাবাজী ও প্রতারণার মধ্যে এইরূপ ক্ষমতা আদৌ থাকতে পারে না।'

('খলীফায়ে কাদিয়ান' ২০-২৪ পৃঃ)

মৌলনা দিলওয়ার হোসেন সাহেব! একেই বলা হয় ***'আল কাওলুস সাবেতু'*** যদ্বারা আল্লাহ্ তা'লা মানুষের মধ্যে অসাধারণ নেক পরিবর্তন সৃষ্টি করেন, যার ফলে তারা আল্লাহ্‌র পথে সবকিছু কুরবান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং এটাকে বলা হয় ***'আল ফাজলু'*** (প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব) যার সম্বন্ধে শত্রুও সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়।

১৯৩৫ইং সালে প্রকাশিত মুসলিম ও অমুসলিম পত্র পত্রিকা এবং বই পুস্তক থেকে বুঝা যায় যে, সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেব সেই সময় পর্যন্তও একজন সাধারণ মৌলবী সাহেব বলেই আখ্যায়িত হতেন। এরও ৩৫ বৎসর পূর্বে শাহ্ সাহেবের বয়স যখন দশ বৎসর ছিল, তখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব মসীহ্ ও মাহ্‌দী মাহুদ আলায়হেস সালামের সঙ্গে তার বাহাস করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

সেই বয়সেতো মানুষ 'ইসলাম' এর ***'আলিফ'*** এবং 'কুরআন' এর ***'কাফ'*** এবং (বিসমিল্লাহ্) এর 'বে'র তাৎপর্যও বুঝতে পারে না; তখন 'নবুওয়াত' এর ন্যায় সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর যুক্তি-তর্কও ও দলিল প্রমাণ উত্থাপন পূর্বক বাহাস করার কথা মৌঃ সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ (বুখারী) সাহেবের প্রতি আরোপ করা আজগুবী, অবান্তর এবং অলীক কথা বৈ কিছু নয়।

১৯৩৫ইং সাল পর্যন্ত শাহ্ সাহেবের অবস্থা এইরূপ ছিল যে, অন্যেরা তো দূরের কথা স্বয়ং তার মুরীদরাও তার কথাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি এবং কোন আমলও দেয়নি। তাদের নিকট শাহ্ সাহেব ভিক্ষা চাইলে ভিক্ষা পাত্রে কেউ এক কড়িও দেয়নি। গুরুদাসপুর জেলা-আদালতে আসামী হিসেবে পেশ হওয়ার মহাবিপদের সময়ও এই দশ কোটি লোকের নেতার সঙ্গে একশ' জন লোকও সঙ্গ দেয়নি। এর সম্পূর্ণ বিপরীতে আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা কয়েক লক্ষ টাকা হাজির করে দেয়।

জামা'তের আর্থিক কুরবানীর স্পৃহা ও আবেগ এত উচ্চ মার্গে পৌঁছেছে যে এই জামা'ত প্রতি বছরে কয়েক শ' কোটি টাকার বাজেট অনুমোদিত হয়। শুধু করাচী

জামা'তেরই বৎসরে দুই কোটি টাকা অনুমোদন করা হয় বিশ্বে এইরূপ বহু জামা'ত রয়েছে।

জামা'তে আহমদীয়ার খলীফা সাহেব শুধু সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যখন কোর্টে উপস্থিত হন তখন তাঁর সঙ্গে দশ হাজার আত্মনিবেদিত মুরীদান খলীফার পদতলে আত্মবিসর্জনকারী পতঙ্গের ন্যায় কোর্টে হাজির হন এবং খলীফা সাহেব বিচারকের কক্ষ হতে বের না হওয়া পর্যন্ত তারা বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন।

জনাব মৌলানা দিলওয়ার হুসেন সাহেব! একে বলা হয় ইলাহী জামা'ত, রূহানী জামা'ত এবং যিন্দা জামা'ত।

হযরত ঈসা (আ.) কত সুন্দর কথা বলেছেন, "বৃক্ষ তার ফল দ্বারা পরিচিত হয়"। মিথ্যা প্রলাপ ও বিদ্বেষ ইলাহী, রূহানী এবং যিন্দা জামা'তের গতিপথ পূর্বেও রোধ করতে পারেনি এবং এখনও করতে পারবে না। সায়্যেদ আতাউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব জোর গলায় দাবী করেছিলেন যে, জামা'তে আহমদীয়াকে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্তি ঘটাবার জন্য এবং এর কেন্দ্র কাদিয়ানকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্য সঠিক সময়ে আল্লাহ্ তা'লা তাকে দাঁড় করিয়েছেন।

আজ কোথায় আছেন এই দাবীদার আর কোথায়ই বা আছে তার দলবল? তার মোকাবেলায় আজ জামা'তে আহমদীয়া ২০২টি দেশে বিস্তার লাভ করেছে এবং অনবরত বিস্তার লাভ করে যাচ্ছে। এর সহস্র সহস্র শাখা-প্রশাখা ধরা পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অবিরাম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর সংখ্যা দৈনন্দিন শত শত হতে সহস্র সহস্র এবং সহস্র সহস্র হতে লক্ষ লক্ষ এমন কি এখন কোটির সংখ্যা ছাড়িয়ে দুর্বার গতিতে বৃদ্ধি লাভ করছে।

এর গতিপথ রোধ করার জন্য যে সব মহা শক্তি দৃঢ় প্রত্যয়সহ দাঁড়িয়েছিল তারা একের পর এক ধরা পৃষ্ঠ হতে তারা বিলুপ্ত হয়েছে ***'ফা তা'বেরু উলিল আলবাব'*** হে বুদ্ধিমানগণ! এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আল্লাহ্ সকলের সহায় হোন। (পুণর্মূদ্রিত)

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেনঃ

"আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]